যায়যায়দিন

তারিখ 6 JUN 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

৫ কোটি টাকা ফেরত দেবে না মনিপুর স্কুল

যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষার্থী ভর্তিতে নেয়া অতিরিক্ত ৫ কোটি ২৩ লাখ টাকা ফেরত দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষ।

২০১২ সালে শিক্ষার্থী ভর্তির সময় ৩ হাজার ৫৪ জন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে উন্নয়ন ফি'র নামে অতিরিক্ত এই অর্থ আদায় করে প্রতিষ্ঠানটি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কয়েক দফায় তাগিদ দেয়ার পরও আগের অবস্থানেই অনড় মনিপুরের পরিচালনা পর্ষদ।

ঢাকার নামকরা এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. ফরহাদ হোসেন বলেন, 'ভর্তির সময় নেয়া একটি টাকাও ফেরত দেব না। আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি। মন্ত্রণালয় আমাদের অযথা জেদ নিচ্ছে।'

অধ্যক্ষের ওই বক্তব্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এগুলো বলেছে নাকি? দেখা হবে। এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করেননি মন্ত্রী।

কয়েক দফা নির্দেশের পরও ভর্তির সময় নেয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত না দেয়ায় গত ১২ ডিসেম্বর ফরহাদ হোসেনসহ মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ অধ্যক্ষের এমপিও স্থগিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এরপর মতিঝিল আইডিয়াল ও ভিকারুননিসা কর্তৃপক্ষ আদায় করা অতিরিক্ত অর্থ শিক্ষার্থীদের বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করতে শুরু করেছে বলে প্রতিষ্ঠান দুটির অধ্যক্ষ জানিয়েছেন।

মতিঝিল আইডিয়াল ও ভিকারুননিসার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননও বলেছেন, অতিরিক্ত অর্থ শিক্ষার্থীদের বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করা হচ্ছে, সব টাকাই পরিশোধ করা হবে। তবে অধ্যক্ষের এমপিও স্থগিতের পরও সিদ্ধান্ত বদলায়নি মনিপুর কর্তৃপক্ষ। এই কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার। ভর্তিতে অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে গত বছর এক নারী সাংবাদিক তার হাতে লাঞ্ছিত হন বলেও অভিযোগ রয়েছে। তবে অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের বিষয়ে কামাল মজুমদারের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মনিপুরের অধ্যক্ষের দাবি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'গায়ের জোরে' তার এমপিও স্থগিত রেখেছে এবং এ বিষয়ে তিনি কিছু ভাবছেনও না।

২০১২ সালে শিক্ষার্থী ভর্তিতে রাজধানীর ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। এর মধ্যে নামকরা এই তিনটি বিদ্যালয় ৯ কোটি ১২ লাখ ৮১ হাজার টাকা অতিরিক্ত নেয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে জানানো হয়।

ভর্তি ফি বাবদ মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ৩ হাজার ৫৪ জন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ৫ কোটি ২৩ লাখ ৭৬ হাজার ১০০ টাকা, মতিঝিল আইডিয়াল ২ হাজার ৬৬৭ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৩৪ হাজার ৯০০ টাকা এবং ভিকারুননিসা ১ হাজার ৬২৭ জন ছাত্রীর কাছ থেকে ৬৮ লাখ ১৭ হাজার ১০০ টাকা অতিরিক্ত ফি আদায় করে।

এই অর্থ শিক্ষার্থীদের ফেরত দিতে অথবা বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করতে গত ৩০ জানুয়ারি নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।